গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
www.dss.comilla.gov.bd

স্মারক নং ৪১.০১.১৯০০.০০০.০৬.০০১.১৯. ৬৫২

তারিখ: ০৬ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
২১ মার্চ, ২০২২খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগের এককালীন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির' আওতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলায় আবেদন গ্রহণকালে এ সংক্রান্ত গেজেট এবং নিম্নোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক আবেদনপত্রের একীভূত তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সামাজিক নিরাপত্তা শাখা এর প্রজ্ঞাপন নং ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০১৫.১৬-৩৮২, তাং ০৮ কার্তিক ১৪২৬/ ২৪ অক্টোবর, ২০১৯খ্রিঃ মূলে "ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত)" নীতিমালা মোতাবেক এবং উল্লেখিত কর্মসূচির ০৬ (ছয়) ক্যাটাগরীর রোগীর আবেদন গ্রহণকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিবেচনা করে আবেদনপত্র ও তালিকা হার্ডকপি ও সফটকপি নিকস ফন্টে Word File জেলা কার্যালয়ের ই-মেইলে (dssocomilla@gmail.com) তে প্রেরণ করা আবশ্যক।

ক) উপজেলা পর্যায়ে নতুন আবেদনপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী:

০১। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং ফাইল নিয়ে কাজ করে এমন কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সকলে এ সংক্রান্ত গেজেট/ নীতিমালা ভালোভাবে পড়ে সকল বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে।

০২। আবেদন অবশ্যই অনলাইনে হতে হবে। আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন এড্রেস ও বিস্তারিত জানুন: **www.welfaregrant.gov.bd**

০৩। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা এবং জেলার স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে।

০৪। রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি লাগবে। রোগী নাবালক হলে সেক্ষেত্রে রোগীর জন্ম নিবন্ধন এবং আবেদনকারীর (অভিভাবক) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন লাগবে।

০৫। রোগী নাবালক হলে রোগীর জন্ম নিবন্ধনে অভিভাবকের (পিতা/মাতা) নাম এবং অভিভাবকের জন্মনিবন্ধন/জাতীয় পরিচয় পত্রে নামের মিল থাকতে হবে।

০৬। জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধনের নামের সাথে রোগীর আবেদনে নামের মিল থাকতে হবে এমনকি রোগীর ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র, টেষ্ট রিপোর্টসহ সকল কাগজপত্রে নামের মিল থাকতে হবে।

০৭। রোগীর ১ কপি ছবি লাগবে। ছবিতে রোগীর নামসহ সত্যায়িত থাকবে। রোগী নাবালক হলে রোগীর ১ কপি এবং আবেদনকারীর (অভিভাবকের) ১ কপি ছবি লাগবে (নামসহ সত্যায়িত লাগবে)।

০৮। সংশ্লিষ্ট রোগের হালনাগাদ টেষ্ট রিপোর্ট লাগবে। কোন রোগের জন্য কি ধরণের রিপোর্ট লাগবে তা গেজেটে উল্লেখ আছে।

০৯। ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে থেরাপী দিলে/চললে তার প্রমাণ পত্র লাগবে।

১০। কিডনী রোগের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস চললে তার প্রমাণ পত্র লাগবে।

১১। থ্যালাসেমিয়ায় রোগের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে বা ২ মাস পর পর রক্ত দিচ্ছে তার প্রমাণ পত্র লাগবে।

১২। রোগীর চিকিৎসাধীন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র লাগবে এবং নির্ধারিত ফরমে প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

১৩। কুমিল্লা সিভিল সার্জন মহোদয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

১৪। আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। রোগী নাবালক হলে অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৫। রোগী/আবেদনকারীর একাধিক সচল মোবাইল নাম্বার থাকতে হবে।

১৬। জেলা থেকে প্রেরিত নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাক-প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন থাকতে হবে।

১৭। আবেদন ব্যতীত ছবি এবং অন্যান্য সকল কাগজপত্রের ফটোকপি অবশ্যই ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে।

১৮। রোগীর ব্যাংক হিসাবের প্রমাণক স্বরুপ (চেক বহি/জমা রশিদের) ফটোকপি দাখিল করতে হবে। তবে রোগী নাবালক হলে বৈধ অভিভাবক (পিতা/মাতা) এর ব্যাংক হিসাবের প্রমাণক স্বরুপ (চেক বহি/জমা রশিদের) ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

খ) চেক বিতরণের পূর্বে রোগী মারা গেলে চেক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ/নমিনীর নামে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাগজ-পত্রাদি উপজেলা অথবা সরাসরি জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে;

০১। রোগী মারা যাওয়ায় ওয়ারিশ/নমিনীর নামে চেক প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন-(সংযুক্তি-০১)।

০২। আবেদনকারী ওয়ারিশ/নমিনীর ১ কপি ছবি (ব্যাংক হিসাবের প্রমাণক স্বরুপ (চেক বহি/জমা রশিদের) ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

০৩। আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক জাতীয়তার সনদপত্র।

০৪। চেয়ারম্যান কর্তৃক চেক গ্রহনের নিমেত্তে ওয়ারিশগণের ক্ষমতাপত্র ও অভিভাবক মনোনয়নের মুল কপি (সংযুক্তি-০২)।

০৫। আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি।

০৬। মৃত্যুবরণকারী বিবাহিত হলে পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকার স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পিতা/মাতা/ভাই/বোন।

০৭। মৃত্যুবরণকারী অবিবাহিত হলে পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকার পিতা/মাতা/ভাই/বোন।

০৮। মৃত রোগীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক অনলাইন মৃত্যুর সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

০৯। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সনদপত্র। আবেদন ব্যতীত ছবি এবং অন্যান্য সকল কাগজপত্রের ফটোকপি অবশ্যই ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়ন পূর্বক দাখিল করতে হবে।

পরিশেষে নতুন আবেদনের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত 'ক' এবং মৃত রোগীর ওয়ারিশ/নমিনীর নামে চেক প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে 'খ' এর নির্দেশনা বিষয়ে সঠিকতা নিশ্চিত পূর্বক প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনসহ আবেদনসমুহ জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া আবেদন জমা নেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগীর মূল কাগজপত্রাদি দেখে গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ আবেদনের কারণে কোন প্রকৃত আবেদন বাদ পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়ী থাকবেন। **বিষয়টি আপনার বহুল প্রচার ও পরবর্তী কার্যার্থের জন্য প্রেরণ করা হলো।**

20/6/2022

জেড.এম.মিজানুর রহমান খান
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
ফোন নং ০৮১-৭৬৫৪১
dd.comilla@dss.gov.bd

20/06/2022

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার/সমমান
(সকল), কুমিল্লা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

০১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
০২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
০৩। জেলাপ্রশাসক, কুমিল্লা।
০৪। কর্মসূচি পরিচালক, "ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগী ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের এককালীন আর্থিক সহায়তার কর্মসূচি", সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
০৫। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, চট্টগ্রাম।
০৬। সিভিল সার্জন, কুমিল্লা।
০৭। জেনারেল ম্যানেজার (উপপরিচালক),এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
০৮। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), কুমিল্লা।
০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কুমিল্লা।
১০। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, কুমিল্লা।
১১। সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
১২। সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
১৩। প্রবেশন অফিসার, কুমিল্লা।
১৪। উপতত্ত্বাবধায়ক, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা/বালক), সংরাইশ/দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
১৫। সমাজসেবা অফিসার, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/জেনারেল হাসপাতাল, কুমিল্লা।
১৬। সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা, মনোহরপুর, কুমিল্লা।
১৭। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ... শাখা (সকল), কুমিল্লা।
১৮। রিসোর্স শিক্ষক, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, কুমিল্লা।
১৯। সীটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা। পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২০। সংরক্ষণ নথি।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরাপত্তা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ কার্তিক ১৪২৬/২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০১৫.১৬-৩৮২**—ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত গরিব রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আক্রান্ত রোগীর পরিবারের ব্যয় ভার বহনে সহায়তা করা, চিকিৎসা অবস্থায় আবেদনকৃত রোগী মারা গেলে তার বরাদ্দকৃত অর্থ পরিবারকে প্রদানের সহায়তা করা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সহায়তা করা, বিভিন্ন সময়ে ও প্রয়োজনে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক "ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৯ (সংশোধিত)" অনুমোদন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাদিজা নাজনীন
উপসচিব (কার্যক্রম)।

মূল্য : টাকা ২০.০০

১০.৩. **প্রার্থী বাছাই ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া:**

১. সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তাঁর উপজেলাধীন প্রাপ্ত আবেদনসমূহ প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী যোগ্য আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুসারে প্রাপ্ত ক্রস চেক রোগীকে প্রদান করবে। এ বিষয়ে একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে;

২. উপপরিচালক প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জেলা যাচাই বাছাই ও বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে। জেলা কমিটি সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য একটি তালিকা (আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রসহ) অনুমোদন করবে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এ সংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে;

৩. সংরক্ষিত ২৫% হতে সরকার প্রয়োজনে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে থোক বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের অনুকূলে উক্ত অর্থ হতে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট রোগীকে চেক প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সরকার নীতিমালাধীন উক্ত অর্থ ব্যয় করবে;

৪. সেবা সহজিকরণ এর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা অফিসার/শহর সমাজসেবা অফিসার, জেলা উপপরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় আবেদন প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১১. **যে সকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে:**

১. ভুল তথ্য দিলে কিংবা দাখিলকৃত কাগজপত্রের সঠিকতা প্রমাণিত না হলে;

২. সরকার কর্তৃক অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলে;

৩. আর্থিক সহায়তার জন্য তালিকাভুক্তির পর উহা গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে;

১২. **আর্থিক সহায়তা পরিশোধ পদ্ধতি:**

১. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আগারগাঁও, ঢাকা শাখায় ''ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি'' শিরোনামে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি চলতি হিসাব খুলতে হবে;

২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাবদ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন কিস্তিতে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর ন্যস্ত করবে। মহাপরিচালক জেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করবে। সংরক্ষিত ২৫% এর জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম বিল দাখিল করবে। তিনি উক্ত বিলের বিপরীতে এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় হিসাবের অনুকূলে চেক ইস্যু করবেন। সমাজসেবা অধিদফতর উক্ত চেক সোনালী ব্যাংক লিঃ এর কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করবে;

৩. জেলা পর্যায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ২০১৯'' শিরোনামে সোনালী ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খুলতে হবে, যা জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;

৪. সমাজসেবা অধিদফতর জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে জেলা ভিত্তিক বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক উহা জেলা পর্যায়ে অর্থ স্থানান্তর করবে।

৫. চুড়ান্ত তালিকাভুক্তির পর কোন রোগী মৃত্যুবরণ করলে জীবদ্দশায় প্রদত্ত নমিনি পূন: ইস্যুকৃত চেক/অর্থ গ্রহণ করবেন। একাধিক স্ত্রী বা সন্তান থাকলে আবেদনকারী/রোগী তার জীবদ্দশায় যাকে মনোনয়ন দেবেন, তিনি বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন;

৬. কর্মসূচিটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিধায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রোগী ১০ টাকা জামানত দিয়ে সোনালী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলবেন এবং আবেদনপত্রে তা উল্লেখ করবেন। আবেদনকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার পিতা/মাতা বা বৈধ অভিভাবকের নামে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় হিসাব খুলতে হবে;

৭. জেলার উপপরিচালক প্রতি কিস্তির বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামী, মাতার নাম, ব্যাংক হিসাব নম্বর, শাখার নাম, স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ সম্বলিত তালিকা জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

৮. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (G2P) এ কর্মসূচির অধীনে নগদ সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

১৩. বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজন (জেলা, বিভাগ, অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়) :

১. সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫% সমাজসেবা অধিদফতর সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ ৬৪ জেলার জনসংখ্যার অনুপাতে বিভাজন করে সোনালী ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করতে হবে;

২. যে জেলার উপজেলা/ইউ.সি.ডি হতে রোগীর আবেদন কম/বেশী পাওয়া গেলে রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে সে সব জেলায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দ কম/বেশী বা সমন্বয় করা যাবে;

১৫.৩ **জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি :**

১৫.৩.১ **কমিটির রূপরেখা:**

১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নয়)	সদস্য
৫.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৭.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.	পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৯.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক	সদস্য
১০.	মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১১.	যুগ্মসচিব/উপসচিব (কার্যক্রম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

১৫.৩.২ **কমিটির কর্মপরিধি:**

১. ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগী এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি এর নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;

৩. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

৫. চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৫.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির পূর্ববর্তী বছরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করবে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণীমূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

১৬. **নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা:** সরকার নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। ইতোপূর্বে জারিকৃত নীতিমালা/২০১৪ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে উক্ত নীতিমালাধীনে গৃহীত ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

১৭. এ নীতিমালার বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা সংশয় দেখা দিলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

জুয়েনা আজিজ
সিনিয়র সচিব।